229456 - মুসলমিরে দোয়া প্রার্থতি বষিয় দয়িে কংিবা অন্য বষিয় দয়িে কবুল করা হয়

প্রশ্ন

কউে যদি আন্তরকিভাবে তার দ্বীনদাররি পরশিুদ্ধরি জন্য দোয়া করে সটো কি সত্যইি বাস্তবায়তি হয়; যমেন সে আল্লাহ্র কাছে একীন চাইল। এবং কউে যদি আন্তরকিভাবে তার আখরিাতরে শুদ্ধরি জন্য দোয়া করে সটো কি সত্যইি বাস্তবায়তি হয়; যমেন সে আল্লাহ্র কাছে ফরেদাউস চাইল?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মুসলমিরে কর্তব্য হল দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করা— দোয়া কবুল হওয়ার একীন নয়িে, আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা রখেে ও দোয়া কবুলরে কারণগুলো গ্রহণ করে। এরপর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা এবং কবুলরে বষিয়টি আল্লাহ্র রহমত, তাঁর অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞার উপর ছড়েে দয়ো। যহেতেু আল্লাহ্ সর্বাধকি ভাল জাননে দুনয়িাতে বান্দার জন্য যা কল্যাণকর এবং আখরিাতে যা তাকে নাজাত দবিে। গুরুত্বপূর্ণ হল: ধর্যৈ ও অপক্ষো দীর্ঘ হলওে হতাশ না হওয়া এবং তাড়াহুড়া না করা। অর্থাৎ এভাবে না বলা য,ে আমি দোয়া করছে;ি কন্িতু কবুল হয়নি। কারণ স্বয়ং দোয়াটাই (আল্লাহ্র জন্য নর্িদষ্টিকৃত) একটি ইবাদত; যা সত্তাগতভাবে উদ্দষ্টি; নছিক কবুল হওয়ার জন্য নয়।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য,ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "কোন মুসলমি যদি এমন কোন দোয়া করে যাতে কোন পাপ নইে কংিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্িনরে বষিয় নইে তাহলে আল্লাহ্এ দোয়ার বদৌলতে তাকে তনিটি জনিসিরে কোন একটি দান করনে: তার দোয়াটি অবলিম্বে কবুল করা কংিবা তার দোয়াটকিে আখরিাতরে জন্য সংরক্ষতি করে রাখা কংিবা অনুরূপ কোন অনষ্টি তার থকেে দূর করা। তারা (সাহাবীরা) বলল: তাহলে আমরা অধকি দোয়া করব। তনিি বললনে: আল্লাহ্ও অধকি দাতা।"[হাদসিটি ইমাম আহমাদ 'মুসনাদ' গ্রন্থে (১৭/২১৩) বর্ণনা করছেনে। 'মুআস্সাসা রসিালা'-র ভার্সনরে মুহাক্ককিগণ হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে এবং 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে মুনযরি হাদসিটরি সনদকে 'জায়্যদি' (ভাল) বলছেনে। আলবানী 'সাহহিুল আদাব' গ্রন্থে (৫৪৭) হাদসিটকিে 'সহহি' বলছেনে।]

ইমাম নববী তাঁর 'আল-আযকার' গ্রন্থে (৪০১) এ হাদসিরে উপর শরিোনাম দয়িছেনে এভাবে: "মুসলমিরে দোয়া প্রার্থতি বষিয় কংিবা অন্য বষিয়রে মাধ্যমে কবুল হওয়া মর্মে দললি শীর্ষক পরচ্ছিদে।"

তাই সুনর্দিষ্টি কোন প্রার্থতি বষিয় (যমেন দ্বীনরে পরশিুদ্ধি কংিবা আখরিাতরে শুদ্ধি কংিবা দুনয়িার পরশিুদ্ধি) হয়তো

বাস্তবায়তি নাও হতে পারে। বরঞ্চ আল্লাহ্দুনিয়া বা আখিরাতে প্রার্থতি বিষয়রে বদলে অন্য কছিুও বাস্তবায়ন করতে পারনে কংিবা তার থকেে দুনয়িার কোন অকল্যাণ দূরীভূত করতে পারনে।

ইবনে আব্দুল বার্র (রহঃ) পূর্বোক্ত হাদসি সম্পর্কে বলনে: "এ হাদসিে দললি রয়ছেে য,ে এ তনিটরি কোন এক পদ্ধতিে দোয়া কবুল হবইে হব।ে এর ভত্তিতিে আল্লাহ্তাআলার বাণী: *"এবং যে কষ্টরে জন্য তাঁকে ডাক (দোয়া কর) তনি ইিচ্ছা* করলে তা দূর করে দনে*"*[সূরা আনআম, আয়াত: ৪১] এর ব্যাখ্যা হবে (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ): তনি ইিচ্ছা করবনে। তবে তাঁকে বাধ্যকারী কউে নইে। এবং "আমি দোয়াকারীর দোয়াতে সাড়া দইি যখন সে আমাকে ডাকে" আয়াতটি এর বাহ্যকি অর্থে ও সাকুল্য অর্থে বলবৎ থাকব— আবু সাঈদ খুদরীর হাদসিরে উল্লখেতি ব্যাখ্যার ভত্তিতি।ে আল্লাহ্তাঁর বাণী দ্বারা কী বুঝাতে চয়েছেনে এবং তাঁর রাসূল কী বুঝাতে চয়েছেনে তনিইি ভাল জাননে।

দোয়া— সর্ববৈ কল্যাণ, ইবাদত ও ভাল আমল। আল্লাহ্কোন নকে আমলকারীর আমল বনিষ্ট করনে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য,ে তনি বিলতনে: 'আমি দোয়া কবুল হওয়া থকেে বঞ্চতি হওয়ার ভয় করি না; কন্তিু আমি দোয়া করা থকেে বঞ্চতি হওয়ার ভয় করি।' আমার মত,ে তনি দোয়া কবুল হওয়া ও প্রতশ্রিুতরি আয়াতকে সাকুল্য অর্থে ব্যাখ্যা করে এমন উক্তি করছেনে। যহেতেু আল্লাহ্প্রতশ্রিুতি ভঙ্গ করনে না।"['আত-তামহীদ' (১০/২৯৭-২৯৯) থকেে সমাপ্ত]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

"প্রত্যকে দোয়াকারীর দোয়াই কবুল হয়। তবে কবুলরে প্রকার বভিন্নি: কখনও দোয়াকৃত বষিয়টি দয়ো হতে পার,ে কখনও এর বনিমিয়ে অন্যটি দয়ো হতে পার।ে এ ব্যাপারে সহহি হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে।ে সে হাদসিটি তরিমযিি ও হাকমে সংকলন করছেনে উবাদা বনি সামতে (রাঃ) এর মারফু হাদসি হসিবে: *'*জমনিরে উপরে কোন মুসলমি কোন দোয়া করলে আল্লাহ্তাকে সটেি দান করনে কংিবা অনুরূপ কোন অনষ্টি তার থকেে দূর করনে।*"* এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসি সংকলন করছেনে য,ে *"*হতে পারে তনি অবলিম্বে দোয়া কবুল করবনে*;* কংিবা সে দোয়াকে তার জন্য পুঞ্জীভুত করে রাখবনে।*"*[ফাতহুল বারী (১১/৯৫) থকেে সমাপ্ত]

ইবনে বায (রহঃ) বলনে:

"দোয়াতে অনুনয়-বনিয় করা, আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা রাখা, হতাশ না হওয়া— দোয়া কবুলরে মহান কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তাই ব্যক্তরি উচতি দোয়াতে অনুনয়-বনিয় প্রকাশ করা, আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা রাখা এবং এ কথা জানা য,ে আল্লাহ্হচ্ছনে— প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। হতে পারে তনি তাঁর প্রজ্ঞাবলে কখনও অবলিম্বে দোয়া কবুল করনে। আবার কখনও তাঁর প্রজ্ঞাবলে বলিম্বে দোয়া কবুল করনে। আবার কখনও দোয়াকারীকে তার প্রার্থতি বষিয়রে চয়েে উত্তম কছিু দান করনে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (২৬/১২২)]

শাইখ আব্দুর রহমান আল-বার্রাক (হাফিঃ) বলেন:

“দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি প্রয়োজন পূরণের চেয়ে অধিক আম। তাই প্রার্থিত কিছু হাছিল না হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্আপনার দোয়া কবুল করেননি। অর্থাৎ আপনি বলবেন যে, আল্লাহ্আমার দোয়া কবুল করেননি। কীসে আপনাকে সেটা জানাবে? হতে পারে আল্লাহ্আপনাকে এ তিনটির কোন একটি দিয়েছেন। এ কারণে আমি বলেছি, গ্রন্থাকারের উক্তি “তিনি প্রয়োজন পূরণ করেন” এটি “তিনি দোয়া কবুল করেন” এ কথার চেয়ে খাস।”[শারহুল আকিদা আত-তাহাবিয়্যা (পৃষ্ঠা-৩৪৮) থেকে সমাপ্ত]

এ আলোচনার মর্ম হল: আপনি দোয়া কবুল হওয়ার একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) নিয়ে দোয়া করবেন; হোক দুনিয়াতে আপনি সেটা প্রত্যক্ষ করেন কিংবা আপনার আখিরাতের জন্য সেটাকে বিলম্বিত করে রাখা হোক। কারণ প্রত্যেক যে ব্যক্তি দোয়া কবুলের কারণগুলো নিশ্চিত করবে আল্লাহ্র বদান্যতাও তার জন্য নিশ্চিত।

এ বিষয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে অনেকগুলো প্রশ্নোত্তর রয়েছে; সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যেতে পারে। দেখুন: 212629 নং ও 135085 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।